দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10 MAR 1991 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

10

মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন

মাধ্যমিক শিক্ষকদের সরকারী অনুদান পেতে বিলম্ব হওয়ায় এ দুর্মূল্যের বাজারে তারা ভীষণ বিপদের মুখামুখি হয়েছেন। একথা সকলেরই জানা যে বিদ্যালয়ের ছাত্র বেতনে এখন আর শিক্ষকদের বেতন হয় না। শিক্ষকদের বেতনের সিংহভাগ আসে ইকনমিক বেনিফিট নামক সরকারী সাহায্য থেকে। মুখ্যত এই সরকারী সাহায্যই হচ্ছে শিক্ষকদের বেতনের প্রধান উৎস। এই ইকনমিক বেনিফিট বিদ্যালয়ে না পৌছালে শিক্ষকদের বিনা বেতনেই কাজ করে যেতে হয়। আবার দুঃখজনক হলেও সত্য যে এই ইকনমিক বেনিফিট কোনদিনই নিয়মিত যথাস্থানে পৌছায় না। এ নিয়ে বহু দেন-দরবার করা হলেও খুব একটা কাজে আসেনি।

পরিস্থিতি চরমে উঠেছে সম্প্রতিকালে। এককালে তিন মাস অন্তর ইকনমিক বেনিফিটের টাকা মঞ্জুর করা হত। অনেক বিদ্যালয়ে ৫ মাসেও সে টাকা পৌছাত না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক আলোচনা ও বৈঠক হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে তিন মাসের পরিবর্তে প্রতি মাসেই বেনিফিটের টাকা মঞ্জুর করা হবে এবং যথাস্থানে পৌছাবার ব্যবস্থা করা হবে। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বেশ কয়েক মাস মাসে মাসেই ইকনমিক বেনিফিটের টাকা বিদ্যালয়ে পৌছেছে। কিন্তু নবেম্বরের পর ইকনমিক বেনিফিটের টাকা কোন বিদ্যালয়েই পৌছায়নি।

শিক্ষকরা নবেম্বরের ইকনমিক বেনিফিট পেয়েছে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। তারপর তিন মাস কেটে গেছে। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ডিসেম্বরের ইকনমিক বেনিফিটের খবরও পৌছায়নি কোন বিদ্যালয়ে। অর্থাৎ তিন মাস যাবৎ ইকনমিক বেনিফিট পাচ্ছে না মাধ্যমিক শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মচারীরা। এ বেনিফিট কেন পাচ্ছে না বা কবে পাবে সে ব্যাপারেও কোন মহল উচ্চবাচ্য করছে না। অপর দিকে দ্রব্যমূল্য প্রতিদিন বাড়ছে।

এ পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের অবস্থা সহজে অনুমেয়। এমনিতেই ছাত্র বেতন পর্যাপ্ত নয়। মাত্র কিছুদিন আগে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ায় বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিও আশানুরূপ নয়। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের ভান্ডার থেকে অর্থ সাহায্য পাবার আশা একেবারেই শূন্যের কোঠায়।

আমাদের ধারণা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে অবহিত। এবং নিশ্চয়ই অনিবার্য কারণবশত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ইকনমিক বেনিফিটের টাকা পাঠাতে বিলম্ব হয়েছে। আশা করব জরুরী ভিত্তিতে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কারণ কোন অজুহাতেই বিলম্বের অবকাশ নেই।